যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

সম্পাদককে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে শিক্ষকদের আলটিমেটাম

ইসলাম শিক্ষা বইয়ে ভুল তথ্য ইস্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

নবম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্য বইয়ে ইসলামের 'হারাম' বিধানকে ভুলভাবে লেখার ঘটনায় জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন শিক্ষকরা। রোববার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তারা সমাবেশ করেছেন। ওইসব সমাবেশ থেকে বইটির সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামানকে ২৫ মার্চের মধ্যে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নেয়ার আলটিমেটাম দেয়া হয়। এছাড়া ২৮ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ ও আরও তিনদিনের কর্মবিরতির ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। বিপরীত দিকে এ ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করতে সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা কাজ শুরু করেছেন। রোববার তারা জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পরিদর্শন করেন। কমিটি বইটির লেখক-সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টদের ১৪ মার্চ শুনানিতে তলব করেছে।

ইসলামে বিভিন্ন হারামের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে চলতি বছরের জন্য নতুনরূপে লিখিত এ বইটির ৮২ নম্বর পৃষ্ঠার ৫নং ক্রমিকে 'দেবদেবীর বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম' বাক্যটি উল্লেখ করা হয়। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে জবাই করা পশুপাখি খাওয়া হারাম'। সে হিসেবে দেবদেবীর নামে জবাই করা ব্যতীত পশুপাখির গোশত খাওয়া হারাম হতে পারে না। পাঠ্য বইয়ে এ ধরনের তথ্য পরিবেশিত হওয়ার প্রতিবাদে রোববার ঢাকাসহ সারাদেশে শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিটি ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে মিছিলপূর্ব সমাবেশে বক্তৃতা করেন শিক্ষক নেতা মাওলানা মোঃ সেলোয়ার হোসেন, মোঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক মোঃ জাকারিয়া শরীফ, অধ্যাপক আবদুল হাকিম, মোঃ কামরুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকউদ্দিন, বাবুল মিয়া, মোয়াজ্জেম আহমেদ, নজির আহমদ প্রমুখ। সমাবেশে অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ৯ম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৫নং ক্রমিকের বাক্যটিতে আল্লাহকে অবমাননা করা হয়েছে। পূর্বে বইটির নাম ছিল ইসলাম শিক্ষা। নাস্তিকদের দ্বারা প্রণীত শিক্ষানীতিতে ইসলামকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে। তারা ইসলাম শিক্ষা নাম পরিবর্তন করে বইয়ের নাম দিয়েছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা। ইসলামের প্রতি সরকারের উদাসীনতার কারণেই নাস্তিকরা এ ধরনের কাজ করতে সাহস পায়। তিনি বলেন, দেবদেবীর সঙ্গে আল্লাহকে তুলনা করায় জনগণ ফুঁসে উঠেছে। সরকার ভুল সংশোধনের তথ্য বিবরণী দিয়েছে। ওয়েবসাইটে বিষয়টি সংশোধন করা হলেও বইয়ের সম্পাদনার দায়িত্বপালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান একটি জাতীয় দৈনিকে বাক্যটি সঠিক ও নির্ভুল বলে বক্তব্য দিয়েছেন। তথ্য বিবরণীতে ভুল স্বীকার করার পর আখতারুজ্জামান কিভাবে সাহস পেল এই ধরনের বক্তব্য দিতে। তাই ২৫ মার্চের মধ্যে নাস্তিক আখতারুজ্জামানের ফাঁসি চাই। সরকার আখতারুজ্জামানের পক্ষ নিলে ২৮ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকতে বাধ্য হব। সমাবেশে আল্লাহকে অবমাননাকারী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ইসলাম শিক্ষা বই পুনর্মুদ্রণ ও ইসলাম শিক্ষা নামকরণ ও চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে ২৮ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ, ২৮ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। এতে মহাসমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সব শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বানও জানানো হয়।

তদন্ত কমিটির এনসিটিবি পরিদর্শন : এদিকে রোববার দুপুরে বইটি প্রকাশকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান এনসিটিবি পরিদর্শন করেছেন এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সদস্যরা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বইটি লেখা, সম্পাদনাসহ বিভিন্ন কাজে যারা জড়িত ছিলেন তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করেছে কমিটি। কমিটির প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদ যুগান্তরকে জানান, তারা ১৪ মার্চ সংশ্লিষ্টদের ব্রিফিংয়ে (শুনানি) ডেকেছেন। সেখানে তাদের কথা শোনা হবে। আরও বলেন, পাঠদানে যাতে সমস্যা না হয়, সে লক্ষ্যে একই সঙ্গে তথ্য সংশোধন করা হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যেহেতু কেউ কোন অস্বীকৃতি জানাননি, তাই তদন্ত কাজ বেশি বিলম্ব হবে না বলেও জানান তিনি।